Contents

সালাতুল মারীয (রুগীর সালাত)

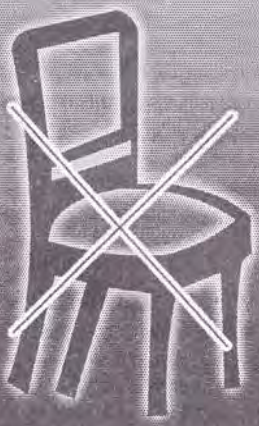

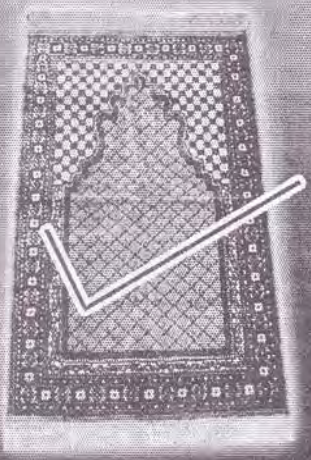

শায়খ হোসাইন আহমাদ (কাসেমী)

www.WaytoJannah.Com

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰي رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কলাম

"আল্লাহর বাণীর (বিধানের) কোন পবির্তনকারী নেই"। (সূরা আনআম: ৬৪) যুগের পরিবর্তনের কারণে হুকুমের পরিবর্তন হয়, না।" হাকিম নড়ে কিন্তু হুকুম নড়ে না"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সাহাবা (রাঃ) ও তাবে তাবেয়ীনদের যুগে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। ফলে তাঁরা গুরুতর অসুখে ভুগেছেন। তবুও তাঁরা চেয়ার বা অনুরূপ বস্তুকে সালাত আদায়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এমন তথ্য, খোঁজে পাওয়া যায় না; এমনকি ইমাম মালেক (রহঃ), শাফিঈ (রহঃ), আহমাদ (রহঃ) ও আবু হানীফা (রহঃ) থেকেও।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রুগীর সালাতের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তিনি ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং পাঁজরে তীব্র ব্যথা পান। তাই, তিনি ﷺ মাটিতে বসাবস্থায় সালাতের ইমামতি করেন। আর সাহাবারা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন। (সহীহ বুখারী ১/১৫০পৃঃ)। প্রায় ১৪২৫ হিঃ বছরের পর, মাসজিদে সালাতের জন্য চেয়ার ব্যবহার শুরু হয়েছে, যা খৃষ্টানদের ইবাদতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। (মুফতি ওয়াইবুল্লাহ খান --ভারত)

শ্রদ্ধেয় ওলামাগণ যদি রুগীর সালাতের প্রকৃত নমুনা মুসল্লীদের সামনে বুঝিয়ে দেন, তাহলে তারা সহজেই চেয়ার বা অনুরূপ বস্তুকে সালাতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে না। ফলে, বিনাতর্কে মাসজিদ থেকে চেয়ারগুলো বিদায় নিবে-ইন্‌শাআল্লাহ্। "মারে আল্লাহ্, রাখে কে; রাখে আল্লাহ, মারে কে?" সকল-মুমিনের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে উভয় জগতের সুখ-শান্তি দান করুন! আমীন!!

কুরআনের ভাষায় একজন মু'মিন ব্যক্তির উক্তি:-
"আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে। আর আমি আমার বিষয়টা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয়, আল্লাহ্ তাঁর বন্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা মু'মিন:৪৪)

☛ ভুল-ত্রুটি হওয়ায় স্বাভাবিক। সহীহ দলীলের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দিলে, খুশী হয়ে শুধরিয়ে নিব-ইন্‌শা-আল্লাহ।

নিবেদক
হোসাইন আহ্‌মাদ (কাসেমী)
(ফারেগে দাঃ উঃ দেওবন্দ, ভারত)
মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম, রাণীবাজার, রাজশাহী।
ঘাসিগ্রাম, গোছা, থানা-মোহনপুর, জেলা-রাজশাহী।

ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
মাদ্রাসা মার্কেটের সামনে, রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবা: ০১৭৩০-[illegible], ০১৯২২-[illegible]

www.WaytoJannah.Com

সু-পরামর্শ প্রদানকারীদের মন্তব্য

চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার দলীল কুরআন-হাদীসে নেই। সব রকমের অসুস্থদেরকে রাসূল ﷺ এর প্রদর্শিত তিন পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। যারা বিভিন্ন উক্তি পেশ করে জায়েযের ফতোয়া দিয়েছেন, তাদের উক্তি সহীহ না।

শায়খ মুশ্‌ফেকুর রহমান সালাফী (অধ্যক্ষ) ও
শায়খ আব্দুর রাজ্জাক, (মুহাদ্দিস)
দারুল হাদিস মাদ্‌রাসা, পাবনা।

কোন চিন্তাশীল যোগ্য আলেমের পক্ষ্য থেকে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার ফতোয়া আসেনি; বরং উহা ডাক্তারদের পক্ষ থেকে এসেছে, যা লোকমুখে প্রসিদ্ধ।

শায়খ গোলাম কিব্‌রিয়া নূরী (অধ্যক্ষ)
তালাইমারী মাদ্রাসা, রাজশাহী।

সত্যিকারের তথ্যানুযায়ী চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার অনুমোদন কুরআন-হাদীসে নেই। সূরা আলে ইমরানের ১৯১ নং আয়াতের বাস্তবরূপ দানকারী মুহাম্মাদ ﷺ এর তিন ধরনের আদর্শই রুগীর সালাত হিসাবে পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

শায়খ নাদেরুজ্জামান (উপাধ্যক্ষ) ও
শায়খ আবুল কালাম আজাদ (মুহাদ্দিস)
সাঁকোয়া কামিল মাদ্রাসা
মোহনপুর, রাজাশাহী।

চেয়ারে বসে সালাত আদায় করা চলবেই না। বসতে অক্ষম হলে শুয়ে সালাত আদায় করবে। কোনক্রমে রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের মধ্যে পরিবর্তন করা যাবে না। সাহাবা (রাঃ), তাবেয়ীন ও তাবে'তাবেয়ীনদের যুগে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে। তাঁরা অসহনীয় অসুস্থ অবস্থায় কালাতিপাত করেছেন। তবুও তাঁরা চেয়ার বা অনুরুপ বস্তু গ্রহণ করেননি।

শায়খ আব্দুল আজিজ (সহকারী মুহাদ্দিস) ও
মাওঃ আব্দুল ওয়াহীদ (সহকারী শিক্ষক)
রাণীবাজার মাদ্রাসা, রাজশাহী।

বিঃদ্রঃ গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

হোসাইন আহমাদ
(শিক্ষক)
রানী বাজার মাদরাসা, রাজশাহী

ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
মার্কেটের সামনে, রানী বাজার রাজশাহী।

www.WaytoJannah.Com

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১.	রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সু-সংবাদ ও সালাতের কোন্ কোন্ অংশে দু'আ কবুল হয়।	৫
০২.	সালাতে মাযুর বলতে কি বুঝায়? এবং দাঁড়াতে ও রুকু করতে অক্ষম ব্যক্তির বিধান কি?	৭
০৩.	আত্তাহিয়্যাতুর সময় বসার আকৃতি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পক্ষ থেকে রুগীর সালাতের ধরণ।	৮
০৪.	নিজ ক্ষমতায় দাঁড়াতে ও বসতে অক্ষম ব্যক্তির বিধান কি? সাহাবা (রাঃ) ও তাবেয়ীনদের যুগে মাসজিদে চেয়ার ছিল কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে রুগীর সালাতের ধরণ কি এবং উহাতে পরিবর্তন করা সম্ভব কি?	৯
০৫.	সালাতে চেয়ার বা অনুরূপ উঁচু স্থানে পা ঝুলিয়ে বসা সংক্রান্ত বিষয়।	১০
০৬.	ইশারায় সালাত আদায়কারী বালিশ বা অনুরুপ কোন স্থানে সাজদাহ করতে পারে কি?	১১
০৭.	বসে, শুয়ে সালাত আদায়কারী সুস্থতা অনুভব করলে, অবশিষ্ট সালাতে তার হুকুম কি? এবং দাঁড়িয়ে থাকতে অসম্ভব হলে তার বিধান কি?	১২
০৮	নফল সালাতের বাধা ধরা নিয়ম আছে কি?	১২
০৯.	কোন কারণে কাতারের মাঝে বিঘ্নতা (শূণ্যতা/বাঁকা) সৃস্টি হলে, ক্ষতির আশংকা আছে কি? এবং কাতারের বাইরে সালাত আদায় কারীর বিধান কি?	১৩
১০.	শুয়ে সালাত আদায়ের নিয়ম কি? সালাতে কোন্ আমল জরুরী ও ইসলাম কি পূর্ণাঙ্গ?	১৪
১১.	সুন্নাতের বিপরীত আমলে শাস্তি কি? চেয়ারে সালাত আদায়কারী সুস্থ হতে পারে কি?	১৫
১২.	আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর সালাত সংক্রান্ত বিষয়ে অসাধ্য কোন কিছু চাপিয়ে দিয়েছেন কি?	১৫

www.WaytoJannah.Com

১. প্রঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সু-সংবাদ আছে কি?

উঃ হ্যাঁ! নাবী আইয়ুব (আলাইহিস্‌সালাম) পীড়িত অবস্থায় দু'আ করলে, আল্লাহ্ বলেন,"আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখ-কষ্টকে দূর করে দিলাম। (সূরা আম্বিয়া:৮৪)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "রোগ-বালায়/দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত মুসলমানের পাপ সমূহ বৃক্ষের পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে"। (সহীহ বুখারী হা: ৫৬৪৭)।

২. প্রঃ সাজদাহকারীর জন্য কোন্ ধরণের কল্যাণ রয়েছে?

উঃ সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন- যখন আদম সন্তান সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদাহ করে, তখন শয়তান ক্রন্দনরত অবস্থায় সরে যায় এবং আফসুসের সাথে বলতে থাকে, হায়! আমার দূর্ভোগ!! নাবী আদম (আঃ) কে (আদম সন্তানকে) সাজদাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সে তা পালন করেছে। ফলে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়েছে। আমাকেও সাজদাহ করার নিদের্শ দেয়া হয়েছে, আমি তা পালনে অস্বীকার করেছি। ফলে, আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে। (সহীহ মুসলিম ১/৬১হা:১৪৬)

৩. প্রঃ রোগ-বালায়ে সবুর করলে জান্নাতের সু-সংবাদ আছে কি?

উঃ হ্যাঁ! সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "একজন কালো রঙের মহিলা আল্লাহর নাবী ﷺ এর কাছে এসে বললো, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত। এ রোগ জেগে উঠলে আমার কাপড় খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন"। তখন তিনি ﷺ বলেন, "যদি তুমি সবুরের ইচ্ছা কর, তাহলে বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি তুমি (আমার দু'আর) ইচ্ছা কর, তাহলে আমি তোমার জন্য দু'আ করব। ফলে, আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন"। মহিলাটি বললো, "আমি সবুর করব! তবে, আমার জন্য আল্লাহর কাছে এতটুকু দু'আ করুণ যে, ঐ সময় যেন আমার কাপড় খুলে না যায়"। তখন তিনি ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করলেন। (সহীহ বুখারী ২/৮৪৪, হা:৫৬৫২)।

আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন, "মু'মিনের বিষয়টি বিস্ময়কর! তাঁর প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর। যদি সে স্বচ্ছল হয়, আর (আল্লাহর) শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তাহলে সেটা তাঁর জন্য পূণ্যের কাজ হয়। আর যদি সে অসচ্ছল/ দু:খ-কষ্টে থাকে এবং সবুর করে, তাহলে ইহাও তাঁর জন্য নেকীর আমল হয়।

(সহীহ মুসলিম-কিতাবুয যুহদ, ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৭ পৃ:)।

৪. প্রঃ রোগ মুক্তি কার হাতে এবং সালাতে উঠা-বসায় শরীরে সুস্থতা আসে কি?

উঃ আল্লাহর হাতে। আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা ব্যথা জনিত ব্যক্তিকে পরামর্শ দেয় যে, "তুমি চেয়ারে বসে সালাত আদায় কর, তাহলে তুমি রোগ থেকে মুক্তি পাবে।" বাক্যটি আকীদার বিপরীত। বরং আল্লাহর বিধান পালনেই রোগ মুক্তির সনদ রয়েছে। তিনি নাবী ইব্রাহীম (আঃ) এর উক্তিকে কুরআনের ভাষায় বলেন, তিনি (ইব্রাহীম আঃ) বলেন, আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শণ করেন..... যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান

www.WaytoJannah.Com

করেন। (সূরা শু'আরা: ১৯ পারা:আয়াত:৭৮-৮০)

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"এবং যদি আল্লাহ্ তোমাকে দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত কেহই উহা মোচনকারী নয়। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ সাধন করেন, তাহলে তিনি তো সর্ববিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।" (সূরা আনআম: ১৭)

সুতরাং অদৃশ্যের ভাল-মন্দের বিষয়টি আল্লাহর নিকট ছেড়ে দেয়ায় মুমিনের কর্তব্য (ভাবার্থ: সহীহ মুসলিম, মেশকাত ১১পৃ:), আল্লাহ তাঁর অদৃশ্যের খবর কারো নিকট প্রকাশ করেন না।" (সূরা জ্বিন: আয়াত ২৬ পারা ২৯)।

✸ **সালাতে উঠা-বসায় শরীরে সুস্থতা আসে:** ডাঃ জামাল আঃ রহমান (ইতালি) বলেন, নামাযে কিয়ামের (দাঁড়ানোর) দ্বারা ঘাড়ের ব্যথাসহ আরো অন্যান্য অঙ্গের ব্যথা দূর হয়। নামাযে বসার কারণে মেরুদন্ডের ব্যথা দূর হয়।" (নামায ও স্বাস্থ্য- পৃ:৬৫, লেখক মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা) বিস্তারিত জানার জন্য-উক্ত 'বই' এবং সুন্নাত ও বিজ্ঞান, ডাঃ জাকির নায়েক অনু- মোঃ আব্দুল ক্বাদের মিঞা, পৃ:৬৩ " বই দু'খানা পড়ুন। তা-হলে চিকিৎসা জগত বনাম সুন্নাত সম্পর্কে আমাদের সকলের ধ্যান-ধারণা সংশোধন ও সঠিক হয়ে যাবে- ইন্শাআল্লাহ্।

৫. প্র:মুসলমান কার সামনে, কিভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং কেন?

উ: মুসলমানরা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

অর্থাৎ "কেবল তাঁরাই আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে, যারা আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সাজদায় লুটে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের প্রতিপালকের সীমাহীন প্রশংসা-পবিত্রতা বর্ণনা করে," (সূরা সাজদাহ : ১৫)।

তিনি আরো বলেন, " তাঁরা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের নম্রতা-বিনয়তা আরো বৃদ্ধি পায়" । (সূরা বাণী ইসরাইল: ১০৯)।

তাঁর সামনে আত্মসমর্পণের কারণ হল: তিনি আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ বলেন, "আর (স্মরণ কর) যখন তোমাদের প্রতিপালক বনী আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর বংশধরকে বের করলেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন, আর বললেন," আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই"? তাঁরা বললো, 'নিশ্চয়ই (আপনি আমাদের প্রতিপালনকর্তা); আমরা সাক্ষী রইলাম ।"(সূরা আরাফ:১৭২)

তিনি আদম সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু করো, সাজদাহ করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা করো ও সৎকাজ সম্পাদন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা হাজ্জ:৭৭)

৬. প্র:সালাতের কোন অংশে দু'আ কবুলের প্রমান রয়েছে এবং কেন?

উ: সাজদাতে! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা সাজদাতে সাধ্যানুযায়ী দু'আ করো। কেননা সে সময় তোমাদের দু'আ কবুলের উপযুক্ত সময়। (সহীহ মুসলিম ১/১৯১ পৃ: হা: ৯৬১)

মা'দান বিন আবু ত্বালহা (রহ:) বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর

www.WaytoJannah.Com

আজাদকৃত দাস সাওবান (রাঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তাঁকে বল্‌লাম, আপনি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যার প্রতি আমল করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমলটি বলে দিন। তিনি (রাঃ) চুপ রইলেন। অতঃপর তাঁকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, তবুও তিনি চুপ থাকলেন। তারপর তাঁকে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি (রাঃ) বলেন, আমি এ সম্পর্কে আল্লাহর নাবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি ﷺ বলেছেন, "তুমি আল্লাহর জন্য বেশী বেশী সাজদাহ করার আমলটি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা, তুমি আল্লাহর জন্য যখনই একটি সাজদাহ করবে, তখনই তিনি তোমাকে এর বিনিময় একটি সওয়াব/ এক ধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(সহীহ মুসলিম ১/১৯৩ পৃঃ হাঃ ৯৮০নুঃ)।

৭. প্রঃ সালাতে মাযুর/অপারগ বলতে কি বুঝায়?

উঃ কুরআন-হাদিসের ঘোষণায় এবং সল্‌ফে-সালেহীনদের (রাঃ) (সাহাবা ও তাবেয়ীগণের) ব্যাখ্যায় যারা মাযুর বলে চিহ্নিত, মূলতঃ তারাই অপারগ। তাঁরা (রাঃ) উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের ভিত্তিতে যে সমস্ত বিধানাদি ব্যক্ত করেছেন, সেগুলো মেনে চলা সকল প্রকার মাযুরের উপর অবশ্যই করণীয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى অর্থাৎ "তিনি জানেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে কে রোগাক্রান্ত হবে"। (সূরা মুযযাম্মিল:২০) তাঁরা তো রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রদর্শিত তিন পদ্ধতির মধ্যে রুগীর সালাতকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন- ওমারে ফারুক (রা.) ফজরের সালাত রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় (সালাতের নিয়মে) আদায় করেছেন। (মুয়াত্তা মালেক-১৩ পৃঃ, নাকসীর অনুচ্ছেদ)

৮. প্রঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ক্বিরাত, রুকু ও কওমাহ করতে সক্ষম। কিন্তু কোনভাবেই বসতে পারে না, তার বিধান কি?

উঃ সে দাঁড়িয়েই ক্বিরাত এবং রুকু করবে ও দাঁড়ানোবস্থায় ইশারার মাধ্যমে সাজদাহ ও বসার আমলগুলো আদায় করবে। আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর ভয় থাকাবস্থায় সালাতের ধরণ কিরুপ হবে? উত্তরে তিনি বলেন .....। আর যদি ভয়-ভীতি মাত্রাধিক হয়, তাহলে যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে পদচারী অবস্থায় অথবা যানবাহনে আরোহী অবস্থায় ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা (অসম্ভব হলে) না করে সালাত আদায় করতে পারে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, তাবেয়ী নাফি'(রহঃ) বলেনঃ আমার ধারনা যে, আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা.) নাবী ﷺ এর কাছ থেকে এ হাদীস শুনেই বর্ণনা করেছেন। (সহীহ বুখারী হাঃ ৪৫৩৫ ও হাঃ ১১১৭, রাবী ইমরান (রা) মুয়াত্তা মালেক-৬৫পৃঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন তারা (যোদ্ধারা)পরস্পর মুখা-মুখী হবে, তখন (আল্লাহু আকবার) তাকবীর ও মাথার ইশারার মাধ্যমেই তারা সালাত আদায় করবে।" (বায়হাকী ৩/২৫৫, সহীহ, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০৫ পৃঃ)

www.WaytoJannah.Com

আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

অর্থাৎ "অত:পর যখন তোমরা ভয়-ভীতির আশংকাবোধ কর, তখন তোমরা পদচারী অবস্থায় অথবা আরোহী অবস্থায় (সালাত আদায় করতে পার)। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না"। (সূরা বাকারা ২:২৩৯) সুতরাং সুস্থতা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সালাতের পূর্ণ বিধান পালন করা অত্যাবশ্যক।

৯. প্রঃ আত্তাহিয়্যাতুর সময় কোন্ কোন্ আকৃতিতে বসা যেতে পারে?

উঃ ১. আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রতি দু'রাক'আতে বাম পা বিছিয়ে বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখাতেন। (সহীহ মুসলিম ১/১৯৫ পৃঃ ও বুখারী ১/১১৪ পৃঃ, মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃঃ)

২. সাহাবী আবু হুমাইদ আস্সায়িদী (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ..... যখন তিনি ﷺ শেষ রাক'আতে বসার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি ﷺ বাম পাকে সামনে দিতেন এবং ডান পাকে খাড়া করে নিতম্বের উপর বসে যেতেন। (সহীহ বুখারী ১/১১৪ পৃঃ)

৩. (ক) আয়েশা (রাঃ) বলেন, رأيت النبي (ص) يصلي متربعا

অর্থাৎ আমি নাবী ﷺ কে মাটিতে আড়াআড়িভাবে বা বাবুহয়ে বসাবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখেছি। (সহীহ, সহীহ নাসায়ী হাঃ১৬৬০)

(খ) আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) আড়া আড়িভাবে/ আসনপিঁড়ি করে/ বাবুহয়ে (মাটিতে) বসে সালাত আদায় করেছেন। (সহীহ বুখারী হাঃ ৮২৭)।

৪. উরওয়াহ বিন যুবাইর (রহঃ) এবং সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রহঃ) (কারণ বশতঃ) দু'হাঁটু উঁচু করে, পা-দুটো মাটিতে রেখে, হাত দুটো পায়ের গোছায় রেখে, মাটিতে বসাবস্থায় নফল সালাত আদায়- করতেন। (মুয়াত্তা মালেক ৪৮ পৃঃ)

- আল্লামা নাছিরউদ্দিন আলবানী (রহ:) মত পোষণ করেন যে, আত্তাহিয়্যাতুর আকৃতিতে বসতে অক্ষম ব্যক্তি: পা দু'টোকে কিবলার দিকে লম্বা করে/ প্রশস্ত করে/ ছড়িয়ে বসাবস্থায় সালাত আদায় করতে পারে। (সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৬ পৃ:)
- যদি অসুস্থ ব্যক্তি উপরোল্লিখিত সুরতে বসতে না পারে, তাহলে সে যেভাবে পারে, সেভাবে বসতে পারে (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৩৬) "আল্লাহ্ ভাল জানেন।"

১০. প্রঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে রুগীর সালাতের ধরণ কি কি এবং উহার মধ্যে পরিবর্তন করা সম্ভব কি?

উঃ রুগীর সালাতের ধরণ তিনটি:-

✱ ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমার নিতম্বে অসুখ হওয়ায়, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ﷺ বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, যদি অপারগ হও, তাহলে বসে। তাতেও যদি অক্ষম হও, তাহলে যে কোন এক পাশে শুয়ে। (বুখারী ১/ ১৫০ পৃঃ)।

www.WaytoJannah.Com

✸ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, "বসে সালাত" আদায় করার অর্থ হল: সালাতের মাঝে যেভাবে বসতে হয়, সেটাই উদ্দেশ্য। আর এটাই প্রসিদ্ধ ও যৌক্তিক।
(সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৩১৬পৃ:)

✸ মাটিতে সাজদাহ করে সালাত আদায় করা মুসল্লীর উপর ওয়াজিব।
(সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০৬পৃ:)

◈ উহার মধ্যে পরিবর্তন সম্ভব না: বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশিত তিনটি পদ্ধতির (দাঁড়িয়ে/বসে/শুয়ে) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি কোন মুসল্লী চেয়ার বা অনুরুপ বস্তুকে সালাত আদায়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে তাকেই আল্লাহর সমীপে উহার দায়-দায়িত্বের ভার পেশ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-وحسابهم على الله অর্থাৎ তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর কছেই। (বুখারী, মুসলিম,মেশকাত হা:ও পৃ: নং ১২)

◈ আল্লাহ বলেন, فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ মিমাংসার দায়িত্ব আপনার (নাবীর ﷺ) উপর অর্পণ না করবে। (সূরা নিসা-৫:৬৫)

১১. প্রশ্ন: নিজ ক্ষমতায় দাঁড়াতে, বসতে ও শুইতে অক্ষম ব্যক্তির সালাতের বিধান কি?

উঃ যদি কোন মুসল্লী অন্যের সাহায্য ব্যতীত দাঁড়াতে, বসতে ও শুইতে না পারে, তাহলে সে যে অবস্থায় থাকতে সক্ষম, সে অবস্থায় সালাত আদায় করতে পারবে বলে মনে করা যেতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ "আল্লাহ কারো উপর সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না"। (সূরা বাকারা ৩:২৮৬)।

তিনি আরো বলেন, اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ "বোধশক্তিসম্পন্ন তারা, যারা দাঁড়িয়ে এবং বসে ও শুইয়ে আল্লাহ কে স্মরণ করে।"
(সূরা আলে ইমরান ৪:১৯১)।

আল্লাহ্ বলেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় করো।" (সূরা তাগাবুন: ১৬)।

১২. প্রঃ দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য মাটি বা অনুরূপ স্থানে বসাবস্থায় ফরয সালাত আদায় করার বিধান আছে কি?

উঃ হ্যাঁ! ১. আয়েশা (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ অসুস্থ অবস্থায় মাটিতে বসে ফরয সালাত আদায় করেছেন। আর সাহাবীরা তাঁর ﷺ পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। (সহীহ বুখারী ১/১৫০:হা:১১১৩অর্থগত)।

২.আল্লাহর নাবী ﷺ অসুস্থ অবস্থায় আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর পাশে (মাটিতে) বসে ফরয সালাত আদায় করেছেন। (সহীহ বুখারী হা: ৭১২, রাবী আয়েশা রাঃ)

১৩. প্রঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, সাহাবাগণ (রাঃ) এবং তাবেয়ীনদের যুগে চেয়ার/ অনুরূপ কোন বস্তুকে সালাত আদায়ের মাধ্যম হিসাবে মাসজিদে রাখা ছিল কি?

উঃ না। এমনকি চেয়ারের অস্তিত্ব প্রায় ১৪২৫ হিঃ পর্যন্ত মাসজিদে দেখা যায়নি। তবে,

www.WaytoJannah.Com

বর্তমানে বহু মাসজিদে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে সালাত আদায় করার সহীহ হাদীস মিলে না। আবার তাদের যুগে মাসজিদে চেয়ারের মাধ্যমে কেউ সালাত আদায় করেছেন বলে, কোন তথ্য হাদিসে বা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

১৪. প্রঃ চেয়ার বা অনুরূপ উঁচু স্থানে পা ঝুলিয়ে বসাবস্থায় ফরয সালাত আদায় করা যায় কি?

উঃ দাঁড়াতে অথবা মাটি বা অনুরূপ স্থানে বসতে সক্ষম ব্যক্তি, চায় সে অসুস্থ হউক বা সুস্থ হউক, তার জন্য এ ধরণের বসাবস্থায় "ফরয সালাত" আদায় করা সহীহ না। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবাগণ (রাঃ) ও তাবেঈনদের (রহঃ) যুগে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। তাঁদের কারো হাত, কারো পা, কারো দাঁত ইত্যাদি অঙ্গ কেটে যাওয়ার পরও, তাঁদের কারো থেকে চেয়ার বা অনুরূপ উঁচু স্থানে পা ঝুলিয়ে বসাবস্থায় ফরয সালাত আদায় করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমনকি ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ও আবু হানীফা (রহঃ) এর পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে কোন উক্তি পাওয়া যায় না। অথচ সে যুগেও চেয়ার বা অনুরূপ বস্তুর অস্থীত্ব ছিল বলে বিভিন্নভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. জাবের (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ সফরে পূর্বদিক হয়ে নফল সালাত আদায় করছিলেন فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ অর্থাৎ যখন তিনি ﷺ ফরয সালাতের ইচ্ছা করলেন, তখন বাহন থেকে নেমে, ক্বিবলারদিকে মুখ করে সালাত আদায় করলেন। (বুখারী ১/১৪৮পৃঃ ১০৯৯)

২. আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) বলেছেন-

كَانَ الرَّسُوْلُ (ص) يُسَبِّحُ عَلَي الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَايُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ -

অর্থাৎ: রাসূল ﷺ (সফরে) বাহনের উপর নফল ও বিতর সালাত সাওয়ারীর মুখ যে দিকে থাকতো, সেদিকে মুখ করে আদায় করতেন। তবে, ফরয সালাত সাওয়ারীর উপর আদায় করতেন না। (বুখারী ১/১৪৮পৃঃ হাঃ ১০৯৭)।

৩. উম্মুলমুমেনীন আয়েশা (রাঃ) বলেন,

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا.....الخ

অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল ﷺ অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ﷺ ঘরে মাটিতে বসে সালাত আদায় করেছেন। আর একদল সাহাবী (রাঃ) তাঁর ﷺ পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। (সহীহ বুখারী ১/১৫০ পৃঃ হাঃ১১১৩)

১৫. প্রঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে চেয়ারের অনুরূপ বস্তু ছিল কি?

উঃ হ্যাঁ। তাঁর ﷺ জীবদ্দশায় মিম্বার তৈরী হয়েছিল। তিনি ﷺ অসুস্থাবস্থায় মিম্বারে বসে ইমামতি করেননি; বরং মাটিতে বসে ইমামতি করেছেন।

(সহীহ বুখারী ১/ ১৫০ পৃঃ হাঃ ১১১৩)

www.WaytoJannah.Com

অথচ ইমামতির সুবিধার্থে মিম্বারই বেশী উপযুক্ত ছিল। তবুও তিনি ﷺ মাটিতে বসে সালাত আদায় করার আদর্শ রেখে গেলেন। যাতে রয়েছে, বিনয়-নম্রতা, অসহায়তা ও সীমাহীন দাসত্বের জলন্ত প্রতীক। আরো রয়েছে; অহংকার-গর্ব প্রকাশক বস্তুকে বর্জনের মৌন নির্দেশ।

১৬. প্রঃ চেয়ারে বসে ফরয সালাত আদায় করাতে অসুবিধা আছে কি?

উঃ হ্যাঁ! ১. আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ, ঠিক সে ভাবেই সালাত আদায় করো। (সহীহ বুখারী হাঃ৬৩১)

২. আল্লাহ্ বলেন, وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ অর্থাৎ "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো" (সূরা হাশর:৭)

৩. (ক) তিনি আরো বলেন, اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ অর্থাৎ "ওরা তাঁরা যাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত- করেছেন। সুতরাং তুমি তাঁদের পথের অনুসরণ করো। (সূরা আন'আম:৯০)

(খ) "তুমি আমাদেরকে ওদের পথ দেখাও, যাদের উপর তুমি নিয়ামত (অনুগ্রহ) দান করেছ। (সূরা ফাতিহা:৬)

ইহাও হতে পারে:- বিধর্মীদের সাথে সাদৃস্যঃ খৃস্টান্দের মাঝে প্রথা আছে যে, তারা নিজেদের গির্জায় চেয়ারে বসে ইবাদত-বন্দেগী করে। (http://www.darululoom-deoband.com/urdu/ magazine/ new/tmp/o5-k.... মুফতি তয়াইবুল্লাহ খান- ভারত)

তিনি ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (চা'ল চলনে/ ইবাদত-বন্দেগীতে) কোন জাতীর সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে। (আবু দাউদ: ৪০৩১,সহীহ)

১৭. প্রঃ ইশারায় সালাত আদায়কারী বালিশ বা অনুরুপ কোন স্থানে সাজদাহ করতে পারে কি?

উঃ না! ১. সাহাবী জাবের (রাঃ) বলেন, একদা নাবী ﷺ এক রুগীকে বালিশের উপর (সাজদাহ করে) সালাত আদায় করতে দেখে, বালিশটি ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে বললেন, যদি তুমি পার তাহলে যমীনের উপর (সাজদাহ করে) সালাত আদায় করো। অন্যথায় ইশারায় সালাত আদায় করো। তবে, রুকুতে যে পরিমান হেলবে বা ঝুঁকবে তার চেয়ে বেশী ঝুঁকবে সাজদাতে। (বায়হাকী, বুলুগুল মারাম ২৪পৃঃ, قوىٰ بسند শক্তিশালী সনদে)।

২. সাহাবী ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর অসুস্থ একজন সাহাবীকে দেখতে গেলেন। আমি তাঁর ﷺ সঙ্গে ছিলাম। তিনি ﷺ প্রবেশ করলেন। আর সে একটি কাষ্ঠকে সামনে রেখে কপাল ঠেকিয়ে সালাত আদায় করছিল। তিনি ﷺ তাঁকে ইশারা করলেন। ফলে, সে কাষ্ঠকে নিক্ষেপ করে একটি বালিশ গ্রহণ করল। তখন আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন, دعها عنك .....الخ অর্থাৎ তুমি তোমার কাছ থেকে বালিশটি সরিয়ে নাও। যদি সক্ষম হও, তাহলে (সাধ্যানুযায়ী) মাটিতে সাজদাহ কর। অন্যথায় ইশারা করে পড়ো। তবে, রুকুতে যে

www.WaytoJannah.Com

পরিমাণ ঝুঁকবে, তার চেয়ে বেশী সাজদার জন্য ঝুঁকবে। (আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, বায়হাকী ২/৩০৬পৃঃ,মুয়াত্তা মালেক-৫৯পৃঃ সহীহ ফিকহুস্‌সুন্নাহ ১/৩৬০পৃঃ)

সুতরাং বালিশ, কাষ্ঠ বা অনুরূপ বস্তু সামনে রেখে তার উপর সাজদাহ করে সালাত আদায় করা সঠিক নয়।

১৮. প্রশ্নঃ বসে, শুয়ে সালাত আদায়কারী সুস্থতা অনুভব করলে, অবশিষ্ট সালাতে তার হুকুম কি? এবং দাঁড়িয়ে থাকতে অসম্ভব হলে তার বিধান কি?

উত্তরঃ ১. আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, তিনি (রাঃ) রাসূল ﷺ-কে রাতের সালাতে কখনো বসাবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখেননি, এমনকি তিনি ﷺ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যান।

فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ أَيَةً ثُمَّ يَرْكَعَ-

অর্থাৎ তিনি ﷺ বার্ধক্যের সময় বসাবস্থায় সালাতের ক্বিরাত পড়তেন, এমনকি যখন তিনি ﷺ রুকু করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ৩০/৪০ আয়াত পাঠ করতেন, তারপর রুকু করতেন। (সহীহ বুখারী ১/১৫০পৃঃহাঃ১১১৮)

২. উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন-

مَامَاتَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْفَرِيْضَةَ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ফরয ব্যতীত তাঁর অধিকাংশ সালাত বসাবস্থায় ছিল। (সহীহ, সহীহ নাসায়ী হাঃ ১৬৫৩, ভাবার্থঃ) 'অধিকাংশ সালাতের' অর্থঃ এভাবে হতে পারে যে,একই সালাতের অধিকাংশ অংশ, বসাবস্থায় আদায় করা। অতঃপর বাকি অংশ দাঁড়িয়ে আদায় করা। ইহার প্রমাণ উপরে বর্ণিত সহীহ বুখারীর হাদীস।

◈ দাঁড়িয়ে ও বসা অবস্থায় সালাত আদায়কারী অসম্ভব অনুভব করলে, বসে বা শুয়ে সালাত আদায় করতে পারে। (সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৬পৃঃ, সহীহ বুখারী হাঃ১১১৭ ভাবার্থ, সহীহ মুসলিম হাঃ৯২৭নুঃ ভাবার্থ)

১. হাসান বসরী (রহ.) বলেন, "অসুস্থ মুসল্লী চার রাকআতের মধ্যে দু'রাকআত দাঁড়িয়ে এবং দু'রাকআত বসে সালাত আদায় করতে পারে। (সহীহ বুখারী ১/১৫০পৃঃ, অধ্যায় ১৮/২০)।

২. আল্লাহ্ বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় করো।" (সূরা তাগাবুনঃ ১৬)।

১৯. প্রঃ নফল সালাতের বাধা ধরা নিয়ম আছে কি?

উঃ ফরয সালাত ব্যতীত সব ধরনের নফল সালাত অসুবিধার কারণে, যে কোন স্থানে বসে পড়া যেতে পারে। যেমন-

১. আমের (রাঃ) আল্লাহর নাবী ﷺ কে রাতে সফরাবস্থায় বাহনের উপর নফল সালাত আদায় করতে দেখেছেন। (সহীহ বুখারী হাঃ১১০৪, ১/১৪৮পৃঃ)

২ হাফসা (রাঃ) বলেন,

www.WaytoJannah.Com

مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) صَلَّي فِيْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّي كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا -

অর্থাৎ আমি রাসূল ﷺ কে কখনো বসাবস্থায় "নফল সালাত আদায় করতে দেখেনি। তবে, তিনি তাঁর ﷺ মৃত্যুর এক বছর পূর্বে বসাবস্থায় (নফল) সালাত আদায় করতেন। (ভাবার্থঃ সহীহ, সহীহ নাসায়ী হাঃ১৬৫৭ মুসলিম)

◈ যদি দাঁড়াতে সক্ষম ব্যাক্তি বসে নফল সালাত আদায় করে , তাহলে সহীহ মতানুসারে জায়েয। তবে সওয়াব কমে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। যেমন- নাবী বলেছেন, যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে, সে দাঁড়ানো সালাত আদায় কারীর অর্ধেক এবং যে শুয়ে সালাত আদায় করবে, সে বসা সালাত আদায় কারীর অর্ধেক সাওয়াব পাবে। (সহীহ বুখারী ১/১৫০)

২০. প্রঃ যে ব্যাক্তি সাজদাহ ব্যতীত দাঁড়াতে ও বসতে সক্ষম হবে, তাঁর বিধান কি?

উঃ সে দাঁড়িয়ে ক্বিরাত পাঠ করতঃ সাধ্যমত রুকু ও কওমাহ (রুকু থেকে দাঁড়নো) করে বসে যাবে এবং বসাবস্থায় ইশারায় সাজদাহ করবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যদি তুমি সক্ষম হও, তাহলে মাটিতে সাজদাহ কর। অন্যথায় ইশারা করে সাজদাহ আদায় কর। (আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। বায়হাকী ২/৩০৬, সহীহ ফিক্বহ সুন্নাহ ১/৩৬০ পৃঃ) সহীহ বুখারী হাঃ নং ১১১৭, রাবী ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) ও সূরা বাকারার ২৩৮ নং আয়াতের মর্মার্থে ইহাই বুঝা যায়। "আল্লাহ ভাল জানেন।"

২১. প্রঃ কোন কারণে কাতারের মাঝে বিঘ্নতা (শূণ্যতা/বাঁকা) সৃস্টি হলে, ক্ষতির আশংকা আছে কি? এবং কাতারের বাইরে সালাত আদায় কারীর বিধান কি?

উঃ হ্যাঁ। সাহাবী নু'মান বিন বিশর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা কাতার সোজা-সমান করে নাও। তা না হলে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের চেহারার মাঝে বিকৃতি সৃষ্টি করে দিবেন।" (সহীহ বুখারী ১/১০০ পৃঃ হাঃ ৭১৭) আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন-

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِيْ وَ كَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَ قَدَمَهُ بِقَدَمِهِ-

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করো। কেননা, আমি আমার পিছনে তোমাদেরকে দেখতে পাই।" (আনাস (রাঃ) বলেন) আমাদের প্রত্যেকে স্বীয় কাঁধ ও পাকে তার সাথীর কাঁধ ও পায়ের সাথে লাগিয়ে দিত। (বুখারী-হাঃ ৭২৫, মুসলিম-হাঃ ৪৩৪ - ভাবার্থ)। তিনি ﷺ, আরো বলেন, "তোমরা কাতার সোজা করো। কেননা, কাতার সোজা করা সালাত পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করার অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী-হাঃ ৭২৩, মুসলিম-হাঃ ৪৩৩) সুতরাং ক্বাতার সোজা করা এবং দু'মুক্তাদীর মাঝে ফাঁক বন্ধ করা জরুরী।

✸ কাতারের বাইরে একাকী সালাত আদায় করলে, সালাত আদায় হয় না।

১. সাহাবী আলী বিন শায়বান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ সালাত আদায় করে

www.WaytoJannah.Com

একজন ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন তিনি ﷺ তার সামনে থেমে গেলেন, সালাম ফিরানোর পর তাকে বললেন,

اِسْتَقْبِلْ صَلٰوتَكَ لَاصَلٰوةَ لِلَّذِيْ خَلْفَ الصَّفِّ

অর্থাৎ তুমি তোমার সালাতকে সামনে কর তথা পুনরায় পড়। কেননা, যে ব্যক্তি কাতার ব্যতীত এককী সালাত আদায় করে, তার সালাত আদায় হয় না।

(হাদীসটি সহীহ। ইবনে মাজাহ-হাঃ৮২৯, আহমাদ- ৪/২৩ পৃঃ)

২. ওয়াবিসা বিন মা'বাদের (রাঃ) হাদীসে উল্লেখ আছে-

إِنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلٰوةَ-

অর্থাৎ এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী সালাত আদায় করল, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে পূনরায় সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। (হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী-হাঃ ২৩০, ২৩১,সহীহ আবু দাউদ-হাঃ ৬৮২, ইবনে মাজাহ হাঃ৮৩০)।

বি:দ্রঃ চেয়ার বা অনুরূপ বস্তুতে কাতারের হক আদায় হয় না। কেননা, এ অবস্থায়- রাসূল ﷺ এর সুন্নাত পালনে বাধা প্রাপ্ত হয়।

২২. প্রঃ শুয়ে সালাত আদায় করার নিয়ম কি?

উঃ ডান পার্শ্বে ক্বিবলামুখী হয়ে শুয়ে সাধ্যমত (মাথার) ইশারা করার মাধ্যমে সালাত আদায় করা মুসতাহাব। (সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৭)। আর যদি রুগী এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যে পার্শ্বে পারে সে পার্শ্বে শুবে। (ঐ)

ইমাম আতা বিন আবু রাবাহা বলেন,"অক্ষম ব্যক্তি যদি কিবলামুখী হতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার মুখ যেদিকে থাকে, সেদিকে ফিরে সে সালত আদয় করতে পারে। (সহীহ বুখারী১/১৫০পৃঃ)। (বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন)।

২৩. প্রঃ সালাতে কোন কোন আমল বাধ্যতামূলক?

উঃ "দাঁড়ানো"। আল্লাহ বলেছেন- "তোমরা আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়িয়ে যাও।" (সূরা বাকারাঃ ২৩৮) ক্বিরাত পাঠ করা। (সূরা মযযামমিল:২০) "রুকু করা ও সাজদাহ করা।" আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু ও সাজদাহ কর।

(সূরা হাজ্জঃ ৭৭)।

২৪. প্রঃ ইসলাম ধর্ম পূর্ণাঙ্গ না-কি অপূর্ণাঙ্গ?

উঃ পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহ্ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন-ধর্মকে পূর্ণাংগ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম ও ইসলাম ধর্মকেই তোমাদের জন্য মনোনিত করলাম।" (সূরা মায়েদা:৩) ১৪৩৪ হিঃ বছরের প্রায় দশ বছর পূর্ব থেকে, কিছু কিছু মাসজিদে চেয়ার/অনুরূপ বস্তুকে সালাত আদায়ের মাধ্যমে হিসেবে অনুঃপ্রবেশ করানো হয়েছে। সুতরাং সালাতের রূপ কি চেয়ারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ হল? না! বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত রাসূল ﷺ এর সালাতের রূপই বহাল থাকবে ইন্শাআল্লাহ্।

www.WaytoJannah.Com

২৫. প্রঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শের বিপরীত আমল করার কারণে, বাস্তব শাস্তির নমুনা আছে কি?

উঃ হ্যাঁ। সাহাবী সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে বাম হাত দিয়ে খেতেছিল। তিনি ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে খাও। লোকটি বললো, আমি পারছিনা/পারব না। তখন তিনি ﷺ বললেন, তুই যেন না-ই পারিস! একমাত্র অহমিকাই তার মাঝে আমার নির্দেশ পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। রাবী সালামা (রাঃ) বলেন, সে আর কখনো তাঁর ডান হাত তার মুখের কাছে উঠাতে পারেনি। (সহীহ মুসলিম ১/১৭২ পৃঃ হাঃ ৫১৬৩ নুঃ)

২৬. প্রশ্নঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ব্যতীত, কোন মানুষ কি চেয়ারে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতে পারে?

উঃ না! বরং সে পরামর্শ দিতে পারে- "রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থদের জন্য 'তিন' পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন"। সুতরাং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার রোগ অনুযায়ী ঐ তিন পদ্ধতির যে কোন একটি বেচে নিবে এবং ঐ বাচাইকৃত পদ্ধতি নাবী ﷺ এর আদর্শিত বিধানুযায়ী হতে হবে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উপরই সালাত আদায়ের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে তাকেই জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং যদি সে তার রোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে, উপরে বর্ণিত প্রদর্শিত পন্থায় সালাত আদায় করে, তাহলে তার জন্য কল্যাণ আর কল্যাণ। আমাদের সবারই স্বরণ রাখা আবশ্যক- "তোমার (আল্লাহর) হাতে যাবতীয় কল্যাণ এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

(সূরা আলে এমরানঃ আয়াত ২৬)

২৭. প্রঃ চেয়ারে সালাত আদায়কারীর পক্ষে, দাঁড়িয়ে ও বসাবস্থায় মাটিতে সাজদার মাধ্যমে সালাত আদায় করা সম্ভব কি?

উঃ আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখলে "সম্ভব" ইন্‌শাআল্লাহ্! চেয়ারে সালাত আদায়কারী কিছু মুসল্লীকে আল্লাহ হেদায়েত করছেন। তাঁরা এখন দাঁড়িয়ে ও মাটিতে সাজদাহ করে সালাত আদায় করছেন। হাদীসে কুদ্‌সীতে রয়েছে আল্লাহ বলেন, যখন আমার বান্দা আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে, তখন আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই . . . . . (এমনিভাবে) যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে, তখন আমি তার দিকে দৌঁড়িয়ে যাই। আল্লাহ বলেছেন- "যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম/ সাধনায় (আত্ব নিয়োগ) করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।" (সূরা আনকাবূতঃ আয়াত ৬৯)

২৮. প্রঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর সালাত সংক্রান্ত বিষয়ে অসাধ্য কোন কিছু চাপিয়ে দিয়েছেন কি?

উঃ না! কুরআনে বলা হয়েছে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ "আল্লাহ কারো উপর সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না"। (সূরা বাকারা ৩:২৮৬)।

ইসলামের প্রতিটি বিধান পালনে বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সহনশীলতা রয়েছে, যেমন- فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا অর্থাৎ "যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে

www.WaytoJannah.Com

পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" (সূরা মায়েদা:৬)

আল্লাহর নাবী ﷺ জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা:) কে সালাতের ক্ষেত্রে বলেন যদি একটি কাপড় প্রশস্ত হয়, তাহলে উহাই জড়িয়ে পরিধান কর। আর যদি উহা অপ্রসস্ত/ছোট হয়, তাহলে উহাকে লুঙ্গি বানাও। (সহীহ মুসলিম হা:৩৬১)।

এমনিভাবে, প্রতিটি আমলের মঝে শরীয়তে উদারতা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ ইমরান বিন হুসাইন (রা:) কে বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। যদি তুমি দাঁড়াতে অক্ষম হও, তাহলে বসে, আর যদি বসে অক্ষম হও, তাহলে যে কোন এক পার্শে শুয়ে। (সহীহ বুখারী ১/১৫০পৃ:)

এখন কেহ যদি বলে, আমি উপরে বর্ণিত তিন পদ্ধতির কোনটিতে সক্ষম নই। বরং চেয়ারে বা অনুরুপ স্থানে পা ঝুলিয়ে বসে সালাত আদায় করতে সক্ষম। তাহলে তার উক্তিটি অযৌক্তিক এবং আল্লাহর শানের বিপরীত হওয়ায় অগ্রহনযোগ্য। কেননা, তিনি বলেন, "আল্লাহ কাউকে তাঁর সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি"।

(সূরা বাকারা: ২৮৬)

কার সাধ্য আছে, আর কার সাধ্য নেই, সে ব্যাপারে আল্লাহর অজানা নেই। তিনি বলেন," তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার প্রতিপালক তা জানেন।" (সূরা কাসাস:৬৯)

২৯. প্র: মাসজিদের কোন স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করা যায় কি?

উ: না। আব্দুর রহমান বিন শিব্‌ল (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন: কাকের ঠোকরের ন্যায় (তাড়াতাড়ি) সাজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় (মাটিতে হাত) বিছাতে এবং মানুষকে উটের ন্যায় মাসজিদের কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করে নিতে। (সহীহ আবু দাউদ হাঃ ৮৬২, হাসান)।

➢ আপামোর সকলের সহমর্মিতা কামনা করে, নিম্নে আল্লাহর ভাষায় নাবী মুসা (আ.) এর উক্তি উপহার দিয়ে লিখনি থামিয়ে দিলাম। وَ اِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾

অর্থাৎ "যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করো, তাহলে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।" (সূরা দুখান:২১)

➢ হে আল্লাহ! তুমি, তোমার অসুস্থ বান্দা-বান্দীদেরকে দাঁড়িয়ে, বসে ও মাটিতে সাজদাহ করে সালাত আদায় করার তাওফিক (সামর্থ্য) দান করো! আমীন!!

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

www.WaytoJannah.Com